বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তাঁদের মধ্যে মধুময় সম্পর্ক

[নবী-পরিবার ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ পরস্পর সহানুভূতিশীল]

[বাংলা - bengali - بنغالي]

শাইখ সালেহ ইবন আবদিল্লাহ আদ-দারওয়ীশ

অনুবাদ:

মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা:

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

মো: আব্দুল কাদের

2011- 1432

IslamHouse.com

﴿ رحماء بينهم [التراحم بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم] ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة:

أبو بكر محمد زكريا

محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده و نستعينه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، و من يضلل فلا هادي له

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি; তাঁরই নিকট সাহায্য চাই; তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের সমস্ত বিপর্যয় ও কুকর্ম হতে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই।)

অতঃপর...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম সন্তানের নেতা, এই নীতির উপর ইসলামপন্থীগণ সম্মিলিতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেন। আর এই ধরনের ঐক্যমত এ জাতির জন্য বড় নিয়ামত। সমস্ত প্রশংসা ও করুণার মালিক আল্লাহ।

উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি জ্ঞানগত বা অন্যান্য বিষয়ে কোন কোন ইমামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকে[1], তার পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। কারণ, বই-পুস্তকে সংকলিত এই বর্ণনাগুলোর কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন, আবার কেউ এগুলোকে দুর্বল বর্ণনা বলে মন্তব্য করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদার ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, তিনি মহান শাফা'আত ও হাউজে কাউসারের অধিপতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতসমূহ স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁর নিকটাত্মীয় পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের (রা.) নিকট। তবে আহলে বাইত (নবী পরিবার)-এর মর্যাদা বেশি। এ প্রসঙ্গে বহু আয়াত ও হাদিসে মুতাওয়াতির রয়েছে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সাহাবীদের মধ্যে আহলে বাইতের সদস্যবৃন্দ প্রথম সারির সাহাবী হিসেবে গণ্য।

প্রথম পুস্তিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহবত বা সাহচর্য প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ পুস্তিকায় ঐসব সাহাবীর (রা.) পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহবত, তাঁর মর্যাদা ও সাহেবে বরকতের সাথে তাঁদের সাহচর্য প্রসঙ্গে আলোচনায় বিরক্তি প্রকাশ না করা; যাঁর প্রতি ঈমান ও সাহচর্যের কারণে সাহাবীগণ 'সাহাবী' উপাধিতে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের আমল ও সাইয়্যিদুল মুরসালীনের সাথে জিহাদী তৎপরতার

[1] মাজলেসী তার বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে "বাবু আন্নাল আয়িম্মাহ আ'লামু মিনাল আনবিয়া" বা "ইমামগণ নবীদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী" শীর্ষক একটি শিরোনাম রচনা করেছেন। খ.২, পৃ. ৮২। আরও দেখুন, উসূলুল কাফী, খ.১. পৃ. ২২৭।

উপর ভিত্তি করে জান্নাতে তাঁদের মান-মর্যাদা বিভিন্ন রকম হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়াতেও মুহাজির, আনসার ও অপরাপর সাহাবীদের মধ্যে মান-মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। তবে প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"-(আল-কুরআন, ৫৭:১০)

তবে সাহাবীদের সকলের জন্য রয়েছে বিশেষ মান-মর্যাদা। আমাদের উচিৎ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করা। এই মর্যাদা সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মর্যাদা তাঁদের কর্মতৎপরতার আলোকে বিন্যস্ত। সুতরাং তাঁদের স্তরসমূহ হচ্ছে:

প্রথমত: সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ। তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ যার মধ্যে তাঁর রাসূলের সহবত ও আত্মীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছেন, তিনিই নবী পরিবার বা পবিত্র 'আহলে বাইত'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক; আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট। তাঁদের জন্য রয়েছে একদিকে সাহচর্যের মর্যাদা, অপরদিকে আত্মীয়তার অধিকার। আর তাঁদের কর্মতৎপরতার আলোকে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত।

সম্মানিত পাঠক:

নিশ্চয় জাতির অনৈক্যের কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা একটি শর'য়ী দাবি। আমার আলোচনা একটি বড় ধরনের সমস্যা নিয়ে; যার প্রভাবে উম্মতের উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। অচিরেই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী তথা আহলে বাইত ও অপরাপর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। এক পর্যায়ে তাঁদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছ সত্য, তবে তাঁরা ছিলেন নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। এটাই বাস্তব কথা, যদিও গল্পকারগণ এ বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করেছে; আর ঐতিহাসিকগণ ছিল সত্য প্রকাশে নিশ্চুপ। অথচ এ সত্যটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে, যা অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মনগড়া ইতিহাসের জবাব দেবে; যে ইতিহাসকে স্বার্থান্বেষী মহল ও শত্রুপক্ষ তাদের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহার করছে।

আহ্বান:

জাতির ইতিহাস লেখক ও গবেষকবৃন্দ, এমন কি দীনের দা'ঈদেরকে এক কথায় ও একই সারিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আর যারা বিশ্বায়নের ক্ষতি ও প্রভাব সম্পর্কে এবং যারা এর প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য এক কাতারে দাঁড়ানো অবশ্য কর্তব্য মনে করে থাকেন তাদের প্রতিও এ আহ্বান। তাছাড়া এ জাতির প্রত্যেক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলছি, ঐতিহাসিক মাস'আলা ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং যা শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়, এমন বিষয় কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কেন আমরা প্রচার করে বেড়াচ্ছি? সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য, না কি অন্ধ অনুসরণের কারণে, না কি বস্তুগত সুবিধা হাসিলের জন্য!!

অনেক লেখক ও গবেষককে দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন, যারা অত্যন্ত দুর্বল ও মনগড়া রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ঐতিহাসিক মাসআলা-মাসায়েল ও চিন্তা-দর্শনের পেছনে বহু সময় ব্যয় করেন এবং যার পর নাই চেষ্টা-সাধনা করেন। এমন কি তাদের মধ্যে এমন লেখক বা গবেষক রয়েছেন, যিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি একটি মহৎ কাজ করছেন এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হবেন!!! অথচ তাদের অর্জিত চিন্তা-দর্শনে উম্মতের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টি করার উপকরণ ছাড়া কিছুই নেই। যখন আপনি তাদেরকে তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কোন জবাব পাবেন না!! আরও মজার ব্যাপার হল তাদের কেউ আপনাকে বলবে, জ্ঞানের জন্য এই চেষ্টা-সাধনা!!! এখানে কোথায় জ্ঞানগত ভিত্তি যার উপর নির্ভর করা যায়?

"الصحبة" (সাহচর্য) নামক পুস্তিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সাহচর্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাঁর রিসালাতে বিশ্বাসী নিরক্ষর ব্যক্তিদের পরিশুদ্ধ করা, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ও তাঁর সহবত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতঃপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।-(আল-কুরআন, ৬২:২)

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসব ব্যক্তিবর্গকে হেদায়াত ও সম্প্রীতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

পূর্বে আলোচিত[2] বিষয়গুলো হল: সেনাপতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সৈনিকদের মধ্যে সাহচর্য; আদর্শ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আদর্শের অনুসারীগণ; প্রতিবেশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতিবেশিত্বে বসবাসকারীগণ এবং রাষ্ট্রপতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রজাগণ। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রিয় সহচর।

সম্মানিত পাঠক:

আপনি নিঃসন্দেহে জানেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রিসালাত পৌঁছানো, তাঁর সাহাবীদের পরিশুদ্ধকরণ, তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ-দান ইত্যাদি সংক্রান্ত যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা তিনি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। এই তা'লীম-তরবীয়তের ফলেই এতসব প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সাহাবিদের (রা.) স্বভাবগুণে পরিণত হয়েছে। হয়েছেন তাঁরা মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।" -(আল-কুরআন, ৩:১১০)

আল্লাহ তা'আলার বাণী: (أُخْرِجَتْ) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে প্রশ্ন জাগে, কে তাদের আবির্ভাব ঘটালেন এবং কে তাদেরকে এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন? আর ইহা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই বাণীর মত:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" -(আল-কুরআন, ২:১১০)

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুণকীর্তন ও প্রশংসায় অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আর তাঁদের অবস্থান ও মান-মর্যাদার কিছু দিক এবং সে প্রসঙ্গে নাযিলকৃত আয়াতের আলোচনা পূর্বে হয়েছে। সুতরাং পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।[2]

[2] প্রথম পুস্তিকার শিরোনাম, "সুহবাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের গুণাবলী

সম্মানিত পাঠক:

মনে রাখবেন, এই অনন্য প্রজন্ম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তা অন্যদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আভিজাত্যপূর্ণ সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন।

তিনি তাঁদেরকে তা'লিম-তরবিয়তের পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আর তাঁরাও তাঁকে সাহায্য করেছেন।

তাঁদের গুণাবলী থেকে একটি গুণের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব। আপনার উচিত তা পাঠ করা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। তার আলোচনায় সম্মান অর্জিত হবে এবং মুসলমানগণ উপলব্ধি করতে পারবে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তির কারণ। আপনি কি জানেন ঐ গুণটি কী? সে গুণটি হল দয়া বা সহানুভূতি।

প্রশ্ন হচ্ছে: ঐ গুণটি নিয়ে কেন আলোচনা করছি?

হে প্রিয় পাঠক! আপনি কি আমার সাথে ভেবে দেখবেন এই প্রিয় গুণটির তাৎপর্য সম্পর্কে? তাহলে সন্দেহাতীতভাবে আপনি এই আলোচনার বহু কারণ পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই পুস্তিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

প্রথম কারণ:

দয়া একটি মৌলিক গুণ, যার মধ্যে অনেক অর্থের সমাবেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বহু আয়াত, সাইয়্যেদুল আবরার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে অনেক হাদিস ও আছার বর্ণিত রয়েছে। আর আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিফাত বর্ণনায় বলেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" -(আল-কুরআন, ৯:১২৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"من لا يَرحم لا يُرحم"

"যে দয়া করবে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না"।-(বুখারী ও মুসলিম)

এই মৌলিক গুণ নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত নসের[3] সংখ্যা অনেক, যা আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় কারণ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের প্রশংসায় এই গুণটি পছন্দ করেছেন। আর অন্য গুণ বাছাই না করে এই গুণটি বাছাই করার পেছনে অনেক হিকমত ও উপকারিতা রয়েছে। তাঁদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করাটা জ্ঞানগত মু'জেযাবিশেষ।

এ বিষয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করবে, তার জন্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে, এটা এক বিশেষ মু'জেযা। কারণ, দয়ার গুণটি যে সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তা বুঝানোর জন্য নসের মাধ্যমে এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা না হলে কেন আল্লাহ তা'আলা অন্য গুণের কথা না বলে এই গুণটির উল্লেখ করলেন? কেননা, এর মধ্যে সমালোচকদের জবাব রয়েছে, যা অন্যান্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখিত হয়নি। গল্পকারগণ ও তাদের পরবর্তীদের কথার উত্তরও এর মধ্যে নিহিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে।" -(আল-কুরআন, ৪৮:২৯)

তৃতীয় কারণ:

এই বাস্তব বিবরণ অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। দয়ার গুণটি তাঁদের অন্তরে সুদৃঢ়। এই বাস্তবতা ঐসব বর্ণনা, উপকথা ও সন্দেহ-সংশয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে চিত্রায়িত করেছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংস্র এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাই প্রবল।

হ্যাঁ, আপনার নিকট যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তা আপনার অন্তরে বদ্ধমূল হবে, তবে অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য দো'য়া করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[3] নস হচ্ছে আল-কুরআনের আয়াত ও হাদিস।- অনুবাদক।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“যারা তাদের পরে এসেছে,তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু’।” - (আল-কুরআন, ৫৯:১০)

চতুর্থ কারণ:

গবেষকদের নিকট নির্ভরযোগ্য নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হল, সনদের পাশাপাশি মতনকেও গুরুত্ব দেওয়া; বর্ণনাসমূহের সনদের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার পর তার মতনসমূহ পর্যালোচনা করা এবং বর্ণনাসমূহ আল-কুরআনে বর্ণিত নস ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সামনে পেশ করা। অনুরূপভাবে বর্ণনাসমূহকে একত্রিত করা। এটাই বিশেষজ্ঞদের গবেষণা-পদ্ধতি। এ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে পর্যালোচনা খুবই জরুরী। কিন্তু খুবই দুঃখজনক গবেষকগণ সনদ পর্যালোচনাকে উপেক্ষা করেন এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রেওয়ায়েত বা বর্ণনাসমূহকেই যথেষ্ট মনে করেন!! আর যারা সনদকে গুরুত্ব প্রদান করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মতনসমূহ ও তার সাথে কুরআনের বিরোধ বিষয়ে পর্যালোচনার ব্যাপারে বরাবর উদাসীন।

সম্মানিত পাঠক:

যে কোন সিদ্ধান্ত ও অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার পূর্বে আবেগ তাড়িত বিদ্বেষ পরিহার করুন এবং আমি এখানে যে দলীল-প্রমাণগুলো পেশ করেছি, সেগুলো অধ্যয়ন করুন। এগুলো সুস্পষ্টভাবে শক্তিশালী অর্থসহ প্রচলিত নয়। সুতরাং এগুলো বাস্তব অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত নস বা দলীলের শক্তি হল সূরা ‘আল-ফাত্হ’-এর শেষ আয়াতের মত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ‘ ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব

পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এইরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষির জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।" -(আল-কুরআন, ৪৮:২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

"যারা তাদের পরে এসেছে,তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু'।" -(আল-কুরআন, ৫৯:১০)

সুতরাং আয়াত তেলাওয়াত করুন এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

প্রথম পাঠ

নামকরণের তাৎপর্য

নাম হচ্ছে নামকরণকৃত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত। এটা এমন এক শিরোনাম, যা একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করে। মানুষের স্বভাব নামকরণের কার্যক্রম চালু করেছে। নামের গুরুত্ব প্রত্যেক বিবেকবান মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করেন। কারণ, নামের মাধ্যমে শিশু পরিচিত হয়; তার ভাই ও অন্যান্যদের থেকে পৃথক হয় এবং তার জন্য ও পরবর্তী বংশধরের জন্য হয় নিশানা। মানুষ শেষ হয়ে যায় কিন্তু নাম অবশিষ্ট থাকে। اسم শব্দটি سُمُوّ শব্দ থেকে নির্গত, অর্থ- علو (উচ্চতা, মর্যাদা) অথবা وَسم শব্দ থেকে নির্গত, অর্থ- علامة (চিহ্ন; নিদর্শন; লক্ষণ)। প্রত্যেকটি অর্থই নবজাতকের নামকরণের গুরুত্ব বহন করে।

পিতার নিকট নামের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এর থেকে তার দীন-ধর্ম ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, আপনি শুনেছেন কি, খ্রিস্টান অথবা ইহুদীরা তাদের সন্তানদের নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাখে?? অথবা কোন পথভ্রষ্ট ছাড়া মুসলমানরা তাদের সন্তানদের নাম লাত-ওজ্জা রাখে?

নামের মধ্য থেকেই পিতার সাথে ছেলের বন্ধন তৈরি হয়। পিতা ও পরিবার-পরিজন তাদের সন্তানদের এমন নামে ডাকে, যে নামটি তারা নির্বাচন করেছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নামের ব্যবহার বেশি। প্রাচীনযুগে বলা হত:

"من اسمك أعرفُ أباك"

"তোমার নাম থেকেই আমি তোমার পিতাকে চিনি।"[4]

ইসলামে নামের গুরুত্ব

নামের ব্যাপারে শরী'য়ত যে গুরুত্ব দিয়েছে, নামের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য তাই যথেষ্ট। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের একটি বিশেষ অংশের নাম পরিবর্তন করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকুল আমলাক (রাজাদের রাজা) ও অনুরূপ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ"

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তির নাম, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক।"[5]

---

[4] বকর আবদুল্লাহ আবু যায়দ, তাসমিয়াতুল মাওলূদ।

[5] মুসনাদ আস-সাহাবা ফিল কুতুবিস-তিস'আ

আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রাহমান'-এর মত করে নাম রাখার জন্য বলেছেন; যার মধ্যে নামকরণকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহর দাসত্বের ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«أحبُّ الأسماءِ إلى الله تعالى عبدُ الله ، وعبدُ الرحمن ». أَخرجه مسلم ، والترمذي ، وأبو داود.

''আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।''-(মুসলিম, তিরমিযি ও আবু দাউদ)

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল নামে আনন্দিত হতেন এবং তাকে সুলক্ষণ মনে করতেন।

উসুল ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিকট স্বীকৃত যে, প্রতিটি নামই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। এ বিষয়ে ভাষা ও উসুলে ফিকহ সংক্রান্ত কিতাবসমূহে আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতদসংক্রান্ত মাস'আলা-মাসায়েলের সংখ্যা অনেক।

উপলব্ধি করবে কি?

সম্মানিত পাঠক:

ব্যস্ত হবেন না, অবাক হবেন না, বরং আমার সাথে পাঠে ও প্রশ্ন-উত্তরে অংশগ্রহণ করুন:

- কেন আপনি আপনার সন্তানের নাম রাখবেন?

- আপনি কি আপনার সন্তানের জন্য এমন একটি নাম বাছাই করবেন, যা আপনার নিকট অথবা তার মা ও পরিবার-পরিজনের নিকট প্রিয় অর্থবোধক হবে?

- আপনি কি আপনার শত্রুদের নামে সন্তানের নাম রাখবেন?

সুবহানাল্লাহ!

আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এমন নাম নির্বাচন করব, যা আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। আর যারা ভাল মানুষের অন্তর্ভুক্ত, নামের ভাল-মন্দ বিচার করে আমারা কি তাদেরকে বর্জন করব? আমরা বলব: না। কারণ, তারা তাদের সন্তানদের নাম নির্বাচন করেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বা প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে!! নাম নির্বাচনটা তাদের নিকট কোন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল না!!

জাতির পণ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বংশ ও ব্যক্তিত্বে সম্মানিত ব্যক্তিগণ এমন ব্যক্তিকে সম্মান করেন, যার মানবিক মূল্যবোধ বেশি। সুতরাং এটা তাদের প্রতি উদারতা নয় যে, তারা তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের নামে তাদের সন্তানদের নামকরণ করে থাকে; বরং তারা তাদের শত্রুদের নামেও তাদের কোন কোন সন্তানের নামকরণ করে!! আপনি এটা সমর্থন করেন কি?

নির্দিষ্ট নামের জন্য নামকরণের বিষয়টি কোন একক ব্যক্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয়, বরং সকল সন্তান-সন্ততির জন্যই এই নামকরণ। আর বহু যুগ পরে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে যাওয়ার পর নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে, এ কথাও ঠিক নয়। বরং নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে পারস্পরিক শত্রুতার চরম সময়ে। তারা (পণ্ডিতবর্গ) এরূপ ধারণাই পোষণ করেন। আমরা বলি, বরং ভালবাসার স্বর্ণযুগে নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা, যাকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি আলোচনা-পর্যালোচনা খুবই জরুরী। কারণ, এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে; আছে বিভিন্ন উপকথা, কল্পকাহিনী ও মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনীর জবাব; আরও আছে ব্যক্তিকে সম্বোধন ও আবেগের বিষয় এবং পণ্ডিতগণ কর্তৃক পণ্ডিতগণকে পরিতুষ্টকরণ। সুতরাং নামকরণের এ বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা বা ভিন্ন ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ব্যাপার।

এবার আপনার লক্ষ্য ঠিক করুন

১-৩. সাইয়্যেদেনা আলী রা. ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের বাকি তিন খলিফাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাঁদের নামে তাঁর কয়েকজন সন্তানের নাম রেখেছেন। তাঁরা হলেন:

- আবু বকর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালেব: তাঁর ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাঁদের উপর ও তাঁদের নানার উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।
- ওমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালেব: তাঁর ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাঁদের উপর ও তাঁদের নানার উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।
- ওসমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালেব: তাঁর ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাঁদের উপর ও তাঁদের নানার উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।

৪-৬. হাসান রা. তাঁর সন্তানদের নাম রেখেছেন আবু বকর ইব্‌ন হাসান, ওমর ইব্‌ন হাসান এবং তালহা ইব্‌ন হাসান। আর তাঁরা সকলেই তাঁদের চাচা হোসাইন (আ.)-এর সাথে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন।

৭. হোসাইন রা. তাঁর সন্তানের নাম রেখেছেন ওমর ইব্‌ন হোসাইন।

৮. ৯. তাবেয়ীদের সরদার চতুর্থ ইমাম আলী ইব্‌ন হোসাইন যাইনুল আবেদীন (আ.) তাঁর কন্যার নাম রাখেন 'আয়েশা, আর ছেলের নাম রাখেন ওমর। তাঁর পরেও তাঁর বংশধর রয়েছে[6]।

অনুরূপভাবে আববাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব, জা'ফর ইব্‌ন আবি তালেব, মুসলিম ইব্‌ন 'উকাইলের বংশধরসহ আহলে বাইতের অপরাপর সদস্যগণও তাঁদের সন্তানদের নামকরণ করেছেন। এখানে ঐসব নাম অনুসন্ধানের অবকাশ নেই; বরং যা উল্লেখ করলে কাঙ্খিত বিষয়ের উপর ইঙ্গিত করে, তা উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। আর আলী, হাসান ও হোসাইন (আ.)-এর সন্তানদের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[6] দেখুন, কাশফুল গুম্মাহ, খ.২, পৃ. ৩৩৪। আল-ফুসূলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৩; অনুরূপভাবে বার ইমামের সকলের সন্তানের মধ্যেই এ ধরনের নাম পাওয়া যাবে। শিয়া আলেমরা নিজেরাও এ ব্যাপারে কথা বলেছেন এবং এ নামগুলো উল্লেখ করেছেন। ইয়াওমুত-তফ পৃ. ১৭-১৮৫। আরও দেখুন, আ'লামুল ওরা, লিত তাবরাসী, পৃ. ২০৩; ইরশাল লিল মুফীদ, ১৮৬; তারীখে ইয়া'কূবী, খ.২, পৃ. ২১৩।

পর্যালোচনা

আলী (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁদের সন্তানদের এসব নামে নামকরণ করেছেন, শিয়াদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে। এটা ঐ ব্যক্তির কাজ, নাম ও বংশ সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই এবং বই-পত্রের সাথে যার সম্পর্ক সীমিত। আর তারা সংখ্যায় নগণ্য। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

প্রখ্যাত ইমাম ও শিয়া মতাবলম্বী আলেমদের পক্ষ থেকে তাদের মতামত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ, ঐসব নামের ব্যাপারে অকাট্য দলীল রয়েছে; রয়েছে তাঁদের বংশধরদের অস্তীত্ব এবং শিয়া সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে এসব নাম পাওয়া যায়। এমনকি কারবালার দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে বর্ণিত বর্ণনাসমূহেও এসব নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া ইমাম হোসাইনের সাথে শাহাদাত বরণ করেন আবু বকর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালেব, আবু বকর ইব্‌ন হাসান (আ.) সহ যাদের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ইমাম হোসাইনের সাথে ঐসব নাম শিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবসমূহের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে সত্য। কিন্তু আপনি হোসাইনিয়াত (الحسينيات) ও আশুরার দিনে শোক প্রকাশের সময় এসব নাম শুনতে পাবেন না। তাঁদের নাম উল্লেখ না করার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের আস্তিত্ব নেই। অপরদিকে ওমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালেব ও ওমর ইব্‌ন হাসান ছিলেন অশ্বারোহী সৈন্য; তাঁরা উভয়ে আশুরার দিনের ঘটনায় শহীদ হন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইমামগণ কর্তৃক আবু বকর, ওমর, ওসমান, আয়েশা (রা.) প্রমূখ প্রখ্যাত সাহাবীদের নামে তাঁদের সন্তানদের নামকরণের মাস'আলাটি। আমরা এই মাস'আলার কোন পরিতুষ্টকারী সন্তোষজনক জবাব শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে পাব না। আমাদের দ্বারা এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, এসব নামের কোন অর্থ ও তাৎপর্য নেই। আবার মাসা'আলাটির ব্যাপারে এ কথাও বলা অসম্ভব যে, এটি একটি ষড়যন্ত্র যা আহলে সন্নাত ওয়াল জামাত শিয়াদের কিতাবসমূহে সৃষ্টি করেছে! কারণ, এ কথার অর্থ হল, তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। সুতরাং প্রত্যেক রেওয়ায়েতর ক্ষেত্রেই শিয়াদের পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নয় যে, এটি একটি চক্রান্ত!! বিশেষ করে তাদের প্রত্যেক আলেমের রেওয়ায়েত গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে তাদের নিকট কোন নিয়ম-নীতি নেই। হাস্যকর ও বেদনাদায়ক দিক হল যখন বলা হয়: ইতঃপূর্বে যাঁদের আলোচনা হয়েছে, প্রখ্যাত সাহাবীদের নামে তাঁদের নামকরণ করা হয়েছে তাঁদেরকে গালিগালাজ ও তিরস্কার করার জন্য।

হায়! সুবহানাল্লাহ, আমাদের জন্য বৈধ হবে কি এ কথা বলা যে, ইমাম এমন অনেক কাজ করেন যার দ্বারা তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ও সাধারণ জনগণ প্রতারিত হয়??

এই জন্য কিভাবে ইমাম তাঁর বংশধরকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবেন??

তারাই বা কারা, যাদেরকে ইমাম এসব নাম দ্বারা ধোঁকা দেবেন?
তাঁর বীরত্ব ও মান-সম্মানই অস্বীকার করবে নিজেকে ও তাঁর সন্তানদেরকে অপমানিত করতে বনী তাঈম বা বনী 'আদী অথবা বনী উমাইয়ার জন্য। ইমামের জীবনী পাঠক সত্য সত্যই উপলব্ধি করতে পারবে যে, নিশ্চয় ইমাম হলেন মহাবীর। বিপরীতে মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে তৈরি হয় ভীরু কাপুরুষ, যে দীন-ধর্ম ও মান-সম্মান রক্ষায় প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। ঐ জাতির কিতাবসমূহের অধিকাংশ বর্ণনা খুবই দুঃখজনক!!

ফলাফল:

ইমামগণ যা প্রমাণ করলেন: আহলে বাইত কর্তৃক খোলাফায়ে রাশেদীন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবীর প্রতি সত্যিকার ভালবাসার শক্তিশালী দলীল ও বাস্তব উদাহরণ হলেন আলী (আ.) ও তাঁর সন্তানগণ। আর আপনি নিজেও এ বাস্তবতাকে স্বীকার করবেন। সুতরাং একে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। এই বাস্তবতাকে সমর্থন করে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে।" -(আল-কুরআন, ৪৮:২৯)

প্রিয় পাঠক! অনুরোধ করছি, আয়াতটি বারবার আবৃত্তি করুন, অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করুন এবং দয়া বা সম্প্রীতির গুণটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

দ্বিতীয় পাঠ

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা

সম্মানিত পাঠক:

আপনার কলিজার টুকরা, হৃদয়ের স্পন্দন কন্যাটিকে কার হাতে তুলে দেবেন? তাকে কোন লম্পট অপরাধীর হাতে তুলে দিতে রাজি হবেন কি? صهري বা نسيبي (আমার আত্মীয়) বলতে আপনি কি বুঝেন?

مصاهرة শব্দের আভিধানিক অর্থ:

مصاهرة শব্দটি صاهر শব্দের ক্রিয়মূল, বলা হয়: صاهرت القوم إذا تزوجت منهم; আযহারী বলেন: الصهر শব্দটি নারীপক্ষের নিকটাত্মীয় মুহার্রাম নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি। বিয়ের পূর্বের নিকটাত্মীয় মুহার্রামগণও নারীর আত্মীয় বলে গণ্য হবে।

সুতরাং কোন ব্যক্তির আত্মীয় মানে তার স্ত্রীরও আত্মীয়, কোন স্ত্রীর আত্মীয় মানে তার স্বামীরও আত্মীয়। এক কথায় مصاهرة শব্দের আভিধানিক অর্থ: নারীর নিকটাত্মীয়, কখনও কখনও পুরুষের আত্মীয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এ সম্পর্কটি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

“এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।” -(আল-কুরআন, ২৫:৫৪)

এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, কিভাবে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির একজনকে অন্যজনের সাথে বংশগত ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। সুতরাং বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা একটি শর‘য়ী বন্ধন, যাকে আল্লাহ বংশের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর বংশ হল পিতার নিকটাত্মীয়। কোন কোন আলেমের মতে, বংশ বলতে সকল নিকটাত্মীয়কে বুঝায়। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ النسب (বংশ) এবং الصهر (বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা) একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এটি একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়; সুতরাং এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করবেন না।

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার ঐতিহাসিক দিক:

আরবদের নিকট বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ, তারা পরস্পর বংশ ও আত্মীয়তা নিয়ে গর্ব-অহংকার করার দর্শনে বিশ্বাসী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাদের জামাতাদের মান-মর্যাদা নিয়ে গর্ব-অহংকার করা। আরবদের আরও একটি প্রশিদ্ধ রীতি হল, তাদের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির সাথে

তাদের সন্তানদের বিয়ে-সাদী দিত না। তবে অনারবের বহু গোষ্ঠীর মাঝে উঁচুনিচু ব্যবধানে বিয়ে-সাদী চলে। আর পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের নিকট আজ-কাল বর্ণবৈষম্যকে মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর আরবরা তাদের রমণীদেরকে উত্ত্যক্ত করত। যেমন তাদের কেউ কেউ লজ্জার ভয়ে তাদের কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। এ কারণে তাদের মধ্যে রক্তপাত হত এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লেগে যেত। পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য দীর্ঘ বক্তব্যের চেয়ে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তার প্রভাব আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে; যা আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় হে পাঠক।

ইসলামে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা:

ইসলাম এসে উন্নত কাজ-কর্ম ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অপকর্ম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বর্ণনা করেছেন যে, তাকওয়া বা খোদাভীতিই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।” -(আল-কুরআন, ৪৯:১৩)

এটাই শর‘য়ী মানদন্ড।

আপনি দেখতে পাবেন, ফকীহগণ দীন-ধর্ম, বংশ, পেশা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুফু (সমতা) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার জন্য কুফুর শর্ত বিবেচ্য বিষয় কি না? এটা কি স্ত্রীর অধিকার? অথবা তাতে অভিভাবকের অংশগ্রহণ থাকবে কি না? ইত্যাদিসহ বিবাহ প্রসঙ্গে আরও অনেক আলোচনা রয়েছে।

নারীদের মান-সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা সংক্রান্ত মাস’আলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন হল, তিনি স্বীয় মান-সম্মান রক্ষায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এমন এক নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য, যার পর্দা নিয়ে জনৈক ইহুদী তামাশা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বনু কায়নুকার মধ্যকার বিদ্যমান চুক্তি ভঙ্গের প্রসিদ্ধ কাহিনী রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হল: জনৈক ইহুদী তার নিকট থেকে স্বর্ণ ক্রয় করতে আসা এক বালিকাকে চেহারা উম্মোচন করার প্রস্তাব দিলে সে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ঐ ইহুদী বালিকার কাপড়ের এক প্রান্তে গিট দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; সে বসা অবস্থায় তা উপলব্ধি করতে পারে নি। অতঃপর সে দাঁড়ালে তার কাপড় উম্মোচন হয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক সে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করতে থাকে। তার কাছেই ছিল এক মুসলিম যুবক। অতঃপর সে ঐ ইহুদীর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করল। অপরদিকে ইহুদীরা ঐ যুবকের উপড় সম্মিলতভাবে হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলল।

এর সাথে আরও অনেক কারণ তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা তাদের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির লঙ্ঘন বলে প্রতিয়মান হয়।

সম্মানিত পাঠক:

শরী'য়তের কিছু বিধানের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করুন। যেমন বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক ও সাক্ষীর শর্ত; অপবাদের শাস্তির বিধান; যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ইত্যাদির কী হিকমত ও প্রভাব রয়েছে। আরও চিন্তা করুন এসব বিধানের মধ্যে কী অপূর্ব শরী'য়ত রয়েছে। ফলে আপনার নিকট এ বিষয়টির গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার উপর অনেকগুলো বিধান বিন্নস্ত। বিয়ে সম্পাদনের বিধানটি নিয়ে চিন্তা করুন যে, কোন পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলে তার জন্য কতগুলো নিয়ম-কানুন থাকে। অতএব তার প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান উভয় হতে পারে; প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্যকর করার জন্য প্রস্তাবক তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের সহযোগিতা কামনা করবে; মেয়ের অভিভাবকবৃন্দ ও পরিবার-পরিজন প্রস্তাবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং তাদের জন্য সেই প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। এমন কি যদি প্রস্তাবক কোন উপহার সামগ্রী অথবা অগ্রীম মোহর বা অনুরূপ কিছু পরিশোধ করে, বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন না হলে তবুও তারা প্রস্তাবককে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

তাছাড়া বিয়ের মধ্যে সাক্ষী রাখা জরুরী; আর বিয়ের সংবাদ প্রচার করা শরী'য়তের দাবি। যখন বিয়ের বিধানসমূহ কার্যকর হয়, তখন তা দূরবর্তীদেরকে নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করে। বিয়ের কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্মান করে স্থায়ীভাবে অথবা যতক্ষণ স্ত্রী তার জিম্মাদারীতে থাকে। এই পুস্তিকার কারিকুলামে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। আসল উদ্দেশ্য হল পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তুলে ধরা। সুতরাং নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন:

হাসান ও হোসাইনের বোনকে তার পিতা আলী (আ.) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট বিয়ে দেন। সুতরাং আমরা কি বলব যে, আলী (রা.) তাঁর কন্যাকে ওমরের ভয়ে তাঁর নিকট বিয়ে দেন? তাহলে তাঁর বীরত্ব কোথায়? মেয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা কোথায়? তিনি কি তাঁর কন্যাকে জালিমের হাতে তুলে দিলেন? আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ কোথায়? এভাবে অনেক প্রশ্ন, যার শেষ নেই। না কি আপনি বলবেন, আলী (রা.) তাঁর কন্যাকে ওমরের সাথে আগ্রহসহকারে সন্তুষ্ট চিত্তে বিয়ে দেন। হ্যাঁ, ওমর (রা.) এক কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরী'য়ত সম্মত বিশুদ্ধ পন্থায় বিবাহ দেন, যাতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ

নেই[7]। আর এ বিয়েটি প্রমাণ করে উভয় পরিবারের মধ্যে কেমন ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ওমর (রা.)-র কন্যা হাফসা (রা)-র স্বামী। সুতরাং ওমর (রা.)-এর সাথে আলী (রা.)-র কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ের পূর্বেই উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত: উদাহরণ হিসেবে ইমাম জাফর সাদিকের কথা পেশ করা যায়, তিনি বলেন: "আবু বকর আমাকে দুইবার জন্ম দিয়েছেন।" জাফরের মা কে আপনি জানেন কি? তিনি হলেন ফারওয়া বিন্ত কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবি বকর।[8]

হে বুদ্ধিমান! কেন জাফর (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আবি বকর না বলে শুধু আবু বকর বললেন??? হ্যাঁ, তিনি আবু বকর নামটি স্পষ্ট করে এ জন্যই বলেছেন যে, শিয়াদের কেউ কেউ তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করে। অথচ তাঁর ছেলে মুহাম্মদের মর্যাদার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায় একমত। অতএব, আল্লাহর কসম! আপনি ভেবে দেখুন, মানুষ কাকে নিয়ে গর্ব-অহংকার করে?

সম্মানিত পাঠক:

আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে পরস্পর বংশগত আদান-প্রদান তথা বিয়ে-সাদীর বিষয়টি এমন প্রত্যেকেই জানে, তাদের বংশবিদ্যায় যার জানা-শুনা আছে; এমন কি তাদের গোলামরাও তা জানে। হ্যাঁ, গোলামরা পর্যন্ত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ও শরীফ বংশে বিয়ে করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যায়েদ বিন হারেছা (রা.), তিনিই একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম আল-কুরআনের সূরা আল-আহযাবে আলোচনা হয়েছে। কে তাঁর স্ত্রী? তিনি হলেন উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিন্ত জাহাস (রা.)।

আরও একজন হলেন উসামা বিন যায়েদ, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বংশের ফাতেমা বিন্ত কায়েসের সাথে বিয়ে দেন।[9]

আবু হুযায়ফা (রা.) অপর এক গোলাম সালেমকে তাঁর ভাতিজি হিন্দা বিন্ত ওয়ালিদ ইব্ন উতবা ইব্ন রবি'আর সাথে বিয়ে দেন। তাঁর পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম নেতা।[10]

সাহাবীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার আলোচনা অনেক দীর্ঘ। খোলাফায়ে রাশেদীন ও আহলে বাইতের মধ্যে সংঘটিত বিয়ে-সাদী নিয়ে ছোট-খাট কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি।

---

[7] অচিরেই আমরা শিয়া আলেমদের বর্ণনা উল্লেখ করব, যা এ বিয়েকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং প্রত্যেক দোষ অন্বেষণকারীর দোষ খণ্ডন করবে।

[8] তার মা হলেন আসমা বিন্ত আবদির রহমান ইব্ন আবি বকর।-দ্র. উমদাতুত তালেবীন, তেহরান, পৃ.১৯৫; আল-কাফী, খ.১, পৃ. ৪৭২।

[9] মুসলিম, ফাতেমা বিন্ত কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত।

[10] বুখারী, 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

আপনি জানেন যে, সাইয়্যেদেনা ওমর (রা.) ফাতেমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাকে বিয়ে করেছেন।

জাফর সাদিক (র.)-এর মা, যাঁর আলোচনা পূর্বে হয়েছে, তাঁর বড় দাদী কে? তাঁরা উভয় হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নাতনী।

সম্মানিত পাঠক:

শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে হেফাজত করুন, গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন। কারণ, আপনি মুসলমান; আর জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা আপনার কাছে অস্পষ্ট নয়। যে আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। এগুলো আলোচনার স্থান এখানে নয়।

এ জন্য আমাদের উচিত আমাদের বিবেক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং যারা আমাদের বিবেক নিয়ে খেল-তামাশা করে, তাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করা। মানুষ ও জিন শয়তান থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, যিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

সম্মানিত পাঠক:

আপনার গোষ্ঠীর সকলের নাক ধূলামলিন হোক। আপনার পিতা ও পিতৃপুরুষদেরকে গালি দেয়া হলে আপনি কি খুশি হবেন? আপনি মেনে নেবেন কি যদি বলা হয় যে, নারীদের সরদারকে বল প্রয়োগ করে বিয়ে দেয়া হয়েছে? এভাবে অসংখ্য প্রশ্ন যার শেষ নেই।

কোন বিবেক মেনে নেবে এসব অনর্থক পেঁচানো কথা? কোন হৃদয় গ্রহণ করবে এসব বর্ণনা? আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ না রাখেন। হে আল্লাহ! তোমার সকল নেক বান্দার প্রতি আমাদের ভালবাসা দান কর; হে সারা জাহানের রব! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর।

তৃতীয় পাঠের পূর্বে:

ধরুন, শিয়া সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য আলেমদের নিকট নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে কিছু নস, যাতে সকলের মতে আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কলসুমের সাথে ওমর (রা.)-এর বিয়ের বিষয়টি প্রমাণিত।

ইমাম সফী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাজ উদ্দীন যিনি ইব্ন আল-তকতকী আল-হাসানী (মৃ. ৭০৯ হি.) বলে পরিচিত; বংশ তালিকা বিশারদ, ঐতিহাসিক ও ইমাম; তিনি তার কিতাবে বলেন, যা হালাকুর সঙ্গী আসীল উদ্দীন হাসান ইব্ন নাসির উদ্দীন আল-তুসীকে হাদিয়া দেন। তার নামেই কিতাবটির নামকরণ করা হয়। তিনি আমীরুল মু'মিনীন আলী (আ.)-এর কন্যাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: "আর উম্মে কলসুম, তাঁর মাতা হলেন ফাতেমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; তাঁকে ওমর (রা.) বিয়ে করেন। অতঃপর যায়েদ নামে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ

ইব্‌ন জাফর তাঁকে বিয়ে করলেন" (পৃ.৫৮)। মুহাক্কিক সাইয়্যেদ মাহাদি আল-রাজায়ীর বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি কতগুলো বর্ণনা পেশ করেন। তন্মধ্যে ওমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হোসাইনের প্রতি নেসবত করে আল্লামা আবুল হাসান আল-ওমরীর একটি সমালোচনামূলক বক্তব্য রয়েছে, যা তার 'আল-মাজদী' নামক কিতাবে উদ্ধৃত। তিনি বলেন: " কিছুক্ষণ পূর্বে এই রেওয়ায়েতসমূহের উপর ভিত্তি করে যা অনুধাবন করলাম, তা হল আববাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব তাকে তার পিতার সম্মতি ও অনুমতিক্রমে ওমরের সাথে বিয়ে দেন এবং ওমর তার ওরশে যায়েদ নামে এক সন্তানের জন্ম দেন।"

সমালোচক আরও অনেক কথার অবতারণা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- শয়তান ওমর তাকে বিয়ে করেছে; অথবা সে তার সাথে সংসার করে নি; অথবা সে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে বিয়ে করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লামা মাজলিসী বলেন: "..এইভাবে আসল ঘটনাকে অস্বীকার করা হয় অসমর্থীত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে। তবে এসব সংবাদ (শীঘ্রই সনদসহ যার বর্ণনা আসছে), ওমর যখন ইন্তিকাল করে, তখন আলী (আ.) উম্মে কুলসুমকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন ইত্যাদি ধরণের বর্ণনা যখন 'বাহরুল আনোয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়, তখন বাস্তবকে অস্বীকার করা রীতিমত আশ্চর্যজনক। সুতরাং এর জবাব হল, এ ঘটনাগুলো ঘটছে তাকিয়া (সত্য গোপন) ও বাধ্যকরণ...পদ্ধতিতে।" (মিরা'আতুল 'উকুল, ২য় খন্ড, পৃ.৪৫)

আমি বলি: 'কাফী' গ্রন্থকার তার কিতাবে অনেকগুলো হাদিসের আলোচনা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হল: (সংসার করা স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে কোথায় সে ইদ্দত পালন করবে এবং সে ব্যাপারে কি জওয়াব অধ্যায়: হুমাইদ ইব্‌ন যিয়াদ বর্ণনা করেন ইব্‌ন সামা'আ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সিনান ও মুয়াবিয়া ইব্‌ন আম্মার থেকে, তারা বর্ণনা করেন আবু আবদিল্লাহ (আ.) থেকে, তিনি বলেন: আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ মহিলা সম্পর্কে যার স্বামী মারা গিয়েছে, সে কি তার ঘরে ইদ্দত পালন করবে, না কি যেখানে খুশি সেখানে ইদ্দত পালন করবে? তিনি বললেন: বরং যেখানে খুশি সেখানে ইদ্দত পালন করবে; কারণ, ওমর যখন ইন্তিকাল করে, তখন আলী (আ.) উম্মে কুলসুমকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন।)-দ্র. আল-কাফী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.১৫৫

সম্মানিত পাঠক:

বিয়ের ব্যাপারে আমি শিয়া সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক আধুনিক আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, এ প্রসঙ্গে কতগুলো সুন্দর জবাব রয়েছে যা উত্তরাধীকার ও ওয়াকফ সংক্রান্ত কোর্টের বিচারপতি শাইখ আবদুল হুমাইদ আল-খুতাঈ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন: "ইসলামের মহাবীর ইমাম আলী (রা.) কর্তৃক স্বীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দিয়ে কোন অপরাধ করেন নি। কারণ, তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেই উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম সকল মুসলমানের জন্যই উত্তম আদর্শ। অথচ রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (রা.)-কে বিয়ে করেছেন। আর আবু সুফিয়ান ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। আর বিয়েটিকে কেন্দ্র করে যে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়, সাধারণত তার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর উম্মে কুলসুমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমাদের কথা 'শয়তান খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বেশ ধারণ করেছে', এটা একটা হাস্যকর ও বেদনাদায়ক কথা। তার শানে এমন কথা বলা বা অর্থ করা ও যুক্তি দাঁড় করানো কোনটাই উচিত নয়।

মনগড়া বানানো এসব খারাপ কথাগুলো যদি আমরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি, তবে তা থেকে এমন অনেক কিছু দেখতে পাব, যা হবে হাস্যকর ও বেদনাদায়ক।''

আর শাইখ এটাকে আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেন নি। বরং এটা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার তাৎপর্য ও গুরুত্বে উপর ইঙ্গিত। আর এ ধরনের বন্ধন উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত হতে পারে না। এতে আছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের নিদর্শন।

প্রিয় পাঠক! আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, বিয়ের বিধানে পরিষ্কার পার্থক্য হল, মুসলিম পুরুষের জন্য
কিতাবী (আহলে কিতাব) মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ; আর কিতাবী পুরুষ আর মুসলিম রমণীর মধ্যে বিয়ে বৈধ নয়। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করুন।

সারসংক্ষেপ

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে ইমাম আলী (রা.)-এর বংশধর ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বংশধরের মধ্যে। অনুরূপভাবে ইসলামপূর্ব ও পরবর্তী যুগে বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের মধ্যেও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বজনসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু সুফিয়ানের কন্যার (রা.) বিয়ে।-(দেখুন কিতাবের শেষে সংযুক্তি।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হল বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং সফল সমাজের কিছু দিক ও বিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় দিক হল দুই আত্মীয়ের মাঝে ভালবাসার বন্ধন। তাছাড়া আরও অনেক প্রভাব রয়েছে, আশা করি পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাই যথেষ্ট হবে এবং যা আলোচনা হয় নি, তার প্রয়োজন হবে না। আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করছি।

তৃতীয় পাঠ

প্রশংসা ও গুণগানের তাৎপর্য

হে সম্মানিত পাঠক:

ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্বেও আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রাম ছেড়ে কখনও প্রবাস জীবনযাপন করেছেন কি?

প্রবাস জীবনের বছরগুলো কিভাবে কাটিয়েছেন?

তাদের সাথে অথবা আপনার প্রিয়জনদের সাথে কখনও সেনানিবাসে জীবনযাপন করেছেন কি?

সম্মানিত পাঠক:

বিবেক ও আবেগের সমন্বয়ে একই বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপনি যাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, আপনার ঐসব সঙ্গীদের সাথে জুলুম-নির্যতন ও অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন কি? উপরিউক্ত সকল অবস্থানে যে ব্যক্তি জীবনযাপন করে, তার ব্যাপরে আপনার অভিমত কি? আর সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন সুখে-দুঃখে পরস্পর মহববতের সাথী, বরং তাঁদের সাথে আরও ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ, বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণে অগ্রজ সাহাবীগণ উপরিউক্ত ঐ অবস্থানে জীবনযাপন করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁদের সামাজিক জীবন ছিল বিভিন্ন রকম; তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যেক সীরাত পাঠকই তাঁদেরকে চিনতে পারবেন, অথবা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচারের প্রতি তাঁদের ছিল প্রচন্ড আগ্রহ-উদ্দীপনা।

সম্মানিত পাঠক:

সম্ভবত আপনি এসব কাহিনী পাঠ করেন। আসুন, আমার সাথে ইতিহাসের গভীরতার দিকে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় আরকামের বাড়িতে ছিলেন, আর দাওয়াত ছিল গোপনীয় অবস্থায়। অতঃপর যখন সেখানে ইসলাম প্রকাশ হল; অতঃপর যখন তাঁর প্রিয় সাহাবীরা দূর দেশ হাবশায় হিজরত করল এবং তার পরে মদিনায় হিজরত করল। তাঁরা ছেড়ে গেলেন পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও মাতৃভূমিকে। উটে আরোহণ করে, কখনও পায়ে হেঁটে কষ্টকর এই দূর সফরে তাঁদের অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন, যখন তাঁরা সকলেই খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনাতে আতংকিত ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করেছিলেন; তাবুকের যুদ্ধের সময় অতিক্রম করেছিলেন নির্জন মরুপ্রান্তর এবং জীবনযাপন করেছেন বদর, খন্দক, খায়বর, হুনায়েন ও তার পূর্বে মক্কাবিজয়সহ অন্যান্য বিজয়ের ময়দানে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা:

হ্যাঁ, ভেবে দেখুন, তাঁদের মধ্যে পাস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন কেমন ছিল? আপনার স্মৃতির দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হবে না এই বিষয় যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে তাঁদের সেনাপতি, মুরববী ও শিক্ষক হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। আপনার স্মৃতিপটে যেন ভেসে উঠে, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আল-কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে এই দলের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তাঁদের ব্যাপারে চিন্তা করুন, যাঁদের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে। আরও ভেবে দেখুন, সংঘবদ্ধ এই দলের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে, রাসূলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাঁদের হৃদয় একত্রিত হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে বসবাস করছেন, আর তাঁদের উপর আল-কুরআন নাযিল হচ্ছে। আমার সাথে আপনিও ঐ অবস্থান ও দিনগুলো নিয়ে কল্পনা করুন।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহবত' (صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم) নামক প্রথম পুস্তিকায়।

কোন সন্দেহ নেই যে, শান্তি, ঐক্য ও মহববত ছিল তাঁদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু; অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তেমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে...।"-(আল-কুরআন, ৩:১০৩)

উদার মনের হতে হলে এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণ করুন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, "তিনি তাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন।" আর এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের উপর এক বড় অনুগ্রহ। আর আল্লাহর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই।

হ্যাঁ, আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই শত্রুতাকে দূর করে দিলেন এবং তার পরিবর্তে তাদেরকে ভালবাসা ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

সম্মানিত পাঠক:

এতে বিশ্বাস করলে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের প্রতি

আপনার ধারণা সুন্দর করলে কী ক্ষতি হবে?

তাঁদের জন্য তাঁদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তাঁদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর তাঁরা পরস্পর ভাই হয়ে গেল তাঁদের বিশুদ্ধ হৃদয় দিয়ে, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল সম্প্রীতি, ভালবাসা ও ঐক্য। এই উপদেশ কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রীত নয়, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত। আর নিম্নোক্ত আয়াত উপদেশের ব্যাপকতাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” -(আল-কুরআন, ৮:৬২-৬৩)

হে সম্মানিত পাঠক! আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং তা বারবার তেলাওয়াত করুন। কারণ, এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও ঈমানদারদের দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি গুরুত্বসহকারে আমাদেরকে বলছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করতেন, তাহলেও এই অর্জন সম্ভব হত না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই হলেন এই অনুগ্রহের একমাত্র মালিক। এতদসত্ত্বেও এমন লোক পাওয়া যাবে, যে এই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং নসসমূহের বিরোধির জন্যই তার প্রবৃত্তি তা অস্বীকার করে।

ধারণা করা হয়, পারস্পরিক শত্রুতাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। অথচ আল্লাহ তা'আলা সংবাদ পরিবেশন করছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে ও তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রতীর বন্ধন তৈরি করেছেন, তাদেরকে পরস্পরের ভাই বানিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছেন। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের পাতায় বারবার আলোচিত হচ্ছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল।

সাহাবীদের (রা.) প্রশংসায় বহু আয়াতের অবতারণা হয়েছে; তন্মধ্যে কিছু পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর তাঁদের গুণাবলী ও কর্মকান্ডের বর্ণনায় আরও আয়াত রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

“এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।” -(আল-কুরআন, ৫৯:৮-৯)

পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে আল-কুরআনের কিছু নসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সংখ্যায় তা অনেক। যেসব নস তাদের পরস্পর মহববতের উপর আলোকপাত করে এবং ভালবাসার অস্তিত্বের উপর জোর দেয়, আমারা সেগুলোর উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। আর এই ভালবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গ্রন্থিত। যেমনিভাবে আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালবাসাসহ এ ধরনের অর্থবোধক প্রতিটি বিষয়ে কুরআনের নস বর্ণিত আছে। আর তা ভালবাসার গুণটির উপর জোর দেয়। এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ নসই সুস্পষ্ট। পূর্বের আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাতে রয়েছে মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের ভালবাসার প্রমাণ। সূরা আল-ফাতাহ’র শেষ আয়াতটি নিয়েও চিন্তা-গবেষণা করুন।

তারপর এই কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করুন, যা আলী আল-আরবালী তার "كشف الغمة" নামক (২য় খন্ড, তেহরান, পৃ.৭৮) গ্রন্থে ইমাম আলী ইব্ন হাসান (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইরাক থেকে ইমামের নিকট এক দল লোক আসল, অতঃপর তারা আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর ব্যাপারে নানা কথা বলল; তারপর তাদের কথা শেষ হলে ইমাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তেমরা কি আমাকে সংবাদ দেবে? তোমরাই কি প্রথম সারির মুহাজির, (যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী)? তারা বলল: না, অতঃপর তোমরা কি তারাই, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা

অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও)? তারা বলল: না, তিনি বললেন: জেনে রাখ, তোমরা যদি এই দুই দলের কেউ না হয়ে থাক, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরও কেউ নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: (তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।) তেমরা আমার কাছ থেকে বের হও, আল্লাহই তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

এটা যাইনুল আবেদীন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হোসাইন (আ.)-এর উপলব্ধি। আর তিনি ছিলেন তাবে'য়ী। আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহ, অনুরূপভাবে শিয়াদের কিতাবসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের পরস্পরের প্রশংসায়। "نهج البلاغة" নামক কিতাবের পাঠক অনেক বক্তব্য ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাবে, যার প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের প্রশংসায় উদ্ধৃত। সেখান থেকে কুরআনের আয়াত সংবলিত একটি বক্তব্য নির্বাচন করেছি।

ইমাম আলী (রা.) বলেন: আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের দেখেছি; কিন্তু তোমাদের কাউকে তাঁদের মত মনে হয় না। তাঁদের সকাল হত আলুথালু অবস্থায়; তাঁদের রাত অতিবাহিত হত সিজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় এবং পালাক্রমে ইবাদত ও বিশ্রামে। আল্লাহর কথা স্মরণ হলে তাঁদের অশ্রুসিক্ত হত, এমন কি তাঁদের গলদেশ পর্যন্ত ভিজে যেত। আর তাঁরা শাস্তির ভয়ে ও সাওয়াবের আশায় কেঁপে উঠত, প্রবল ঝড়ের দিনে যেমনিভাবে গাছ কেঁপে উঠে।

সাহাবীদের প্রশংসায় ইমাম আলী (রা.)-এর কথা অনেক দীর্ঘ। তাঁর নাতী ইমাম যাইনুল আবেদীনের একটি পুস্তিকা আছে, তাতে তিনি তাঁদের (সাহাবীদের) জন্য দো'আ ও প্রশংসাসূচক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আপনি তাতে সাহাবীদের (রা.) প্রশংসায় ইমামদের পক্ষ থেকে দেওয়া অনেক বক্তব্য পাবেন। আর তাদের থেকে অনেক রেওয়ায়েত এসেছে, যাতে স্পষ্ট ভাষায় খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মুহাতুল মু'মিনীন (মু'মিন জননী) ও অন্যান্য সাহাবীদের প্রশংসা রয়েছে। এগুলো একত্রিত করা হলে কয়েক খন্ডের প্রয়োজন হবে।

সম্মানিত পাঠক:

সংক্ষিপ্ত করার একান্ত আশা-আকঙ্খা থাকলেও আপনার নিকট অনেক কথা বলা হয়ে গেল। আশা করি এটাকে আমার অপারগতা বলে মনে করবেন; আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা আমাকে ও আপনাকে উপকৃত করেন। কিন্তু বাস্তব বিষয়টি পরিপূর্ণতা সহকারে বর্ণনা করা খুবই জরুরী। আশা করি আপনি ধৈর্যসহকারে আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকবেন। কারণ, এ পুস্তিকাটি অচিরেই শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদের অবতারণা হল, যাতে আল্লাহ তাওফীক দিলে আপনি জানতে পারেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চরম আগ্রহসহকারে আল-কুরআনকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনকেও আদর্শ হিসেবে আকড়ে ধরেন। এ মাস'আলাটি স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। আর তাঁদের মধ্যে তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও রয়েছে; বিশেষ করে যারা তাঁর সাথে একই পোষাকে প্রবেশ করেছে। আগামী অনুচ্ছেদে তাঁদের কিছু হকের ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ (র.) স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আলে বাইত -এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের অবস্থান

আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ: آل البيت মানে أهل الرجل (ব্যক্তির পরিবার); আর التأهل মানে: التزويج (বিয়ে দেওয়া); এ কথাগুলো খলিল বলেন[11]। আর أهل البيت মানে: ঘরের অধিবাসী; আরأهل الاسلام মানে: ইসলাম ধর্মের অনুসারী[12]। " معجم مقاييس اللغة "নামক অভিধানে آل শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়: "آل الرجل: أهل بيته"[13]
ইবনু মানজুর বলেন:

"آل الرجل أهله، آل الله و رسوله: أولياؤه"

অর্থাৎ آل الرجل বলতে ব্যক্তির পরিবার এবং آل الله و رسوله বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুদের বুঝানো হয়। آل শব্দটি মূলে ছিল أهل; অতঃপর "ه" -কে "ء" দ্বারা পরিবর্তন করে "أأل" হয়েছে। অতঃপর দুই হামযা (ء) একত্রিত হওয়ায় দ্বিতীয় হামযাকে ألف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে[14]। آل শব্দটি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পির্কিত। সুতরাং " آل الحائك " (তাঁতীর বংশ) বলা যাবে না। এটা أهل শব্দের বিপরীত। সুতরাং বলা হবে "أهل الحائك"؛ بيت الرجل" মানে ব্যক্তির বাড়ি-ঘর ও মর্যাদা। [15]যখন বলা হয় "البيت", তখন আল্লাহর ঘর কা'বাকে বুঝায়। কারণ, অন্তরসমূহ, বিশেষ করে মু'মিনদের অন্তরসমূহ তার দিকেই ধাবিত। আত্মাসমূহ তার মধ্যেই শান্তি পায়। আর এটা হল কেবলা। জাহেলী যুগে "أهل البيت" বলতে বিশেষ করে কা'বার অধিবাসীদেরকে বুঝানো হত। ইসলাম পরবর্তী যুগে "أهل البيت" বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনকে বুঝায়[16]।

---

[11] দেখুন, কিতাবুল আইন, খ.৪, পৃ. ৮৯।

[12] আস-সিহাহ, খ.৪, পৃ. ১২২৮; লিসানুল আরব, খ.১১, পৃ. ২৮।

[13] মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ, খ.১, পৃ. ১৬১।

[14] লিসানুল আরব, খ.১১, পৃ. ৩১। অনুরূপ ইস্পাহানী, মুফারাদাতু ফী গরিবিল কুরআন, পৃ. ৩০।

[15] লিসানুল আরব, খ.২, পৃ. ১৫।

[16] মুফারাদাতু ফী গরিবিল কুরআন, পৃ. ২৯; শাইখুল ইসলাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে "জালাউল আফহাম ফিস সালাতে আলা খাইরিল আনাম" শীর্ষক, একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং যিনি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তিনি এ বিষয়ে রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে কী বুঝায়?

আলেমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের সীমানা নির্ধারণে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে:

1. অধিকাংশের মতে, তাঁরা হলেন যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।
2. তাঁরা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান-সন্ততি ও পবিত্র স্ত্রীগণ। ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন'-এ এই মতটি পছন্দ করেছেন। এই মতের প্রবক্তাদের কেউ কেউ তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে বাদ দিয়েছেন।
3. কিয়ামত পর্যন্ত যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে, তঁরাই হলেন নবী পরিবার। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী এই মত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থকারও এই মতের প্রবক্তা। ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গই নবী পরিবার বলে খ্যাত।

তবে প্রথম মতটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

প্রশ্ন: কাদের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ?

তাঁরা হলেন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। এ কথাটিই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। অধিকাংশ আলেম এই মতের প্রবক্তা। কোন কোন আলেম বনু মুত্তালিবকে বাদ দিয়ে শুধু বনু হাশেমের কথা বলেন। শিয়া মতাবলম্বী 'আল-ইমামিয়া আল-ইছনা আশারীয়া'-দের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর বলতে শুধু বার ইমামকে বুঝায়, অন্য কেউ নন। আর তাদেরকে নিয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, এত বিস্তারিত আলোচনার জায়াগা এখানে নয়। এই মাস'আলা নিয়ে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বড় ধরনের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়; যার কারণে তারা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে। (নওবখতী'র "كتاب فرق الشيعة" -য় দ্রষ্টব্য)

আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের আকিদা-বিশ্বাস

আপনি এমন কোন আকিদার বই পাবেন না যাতে আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কিত মাস'আলার অন্তর্ভূক্তি নেই। বরং আপনি তাতে এই মাস'আলার ব্যাপারে নস পাবেন। এটা এ জন্য যে, তার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আলেমগণ এ মাস'আলাটিকে আকিদা সম্পর্কিত মাস'আলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে অনেক স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

আহলে সুন্নাতের আকিদার ব্যাপারে সারসংক্ষেপ হল- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (র.) "العقيدة الواسطية" নামক গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে বলেন: আহলে সুন্নাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনকে ভালবাসেন; তাঁদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিয়ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন। যেমন কূপ পরিষ্কার করার দিন তিনি বলেন:

"أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي"

"তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!! তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!!![17]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ এসেছে যে, কুরাইশদের কেউ কেউ বনু হাশিমকে উৎপীড়ন করে, তখন তিনি তাঁর চাচা আববাস (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

"والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله و لقرابتي"

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও আমার আত্মীয়তার কারণে।"[18]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ».

"নিশ্চয় ইসমাঈল সন্তান থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন; কেনানা গোত্র থেকে কুরাইশ গোত্রকে মনোনীত করেছেন; কুরাইশ গোত্র থেকে বনু হাশিমকে মনোনীত করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।"[19]

---

[17] মুসলিম ও অন্যান্যগণ।

[18] আহমদ, ফি ফাদায়েলিস সাহাবা।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার পক্ষে জবাব হিসেবে এই নসটিই যথেষ্ট; কারণ, তাঁর " منهاج السنة "নামক গ্রন্থটির কারণে অধিকাংশ শিয়া মতাবলম্বী তাঁকে আহলে সুন্নাতের পক্ষে তাদের চরম শত্রু মনে করত। তিনি ইবনুল মুৎহার আল-হাল্লী'র জবাবে এই বইটি লেখেন।

আর তাঁদের অধিকারের বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথমত: ভালবাসা ও বন্ধুত্বের অধিকার

হে সম্মানিত পাঠক! আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর জন্য তাঁদের প্রতি ভালবাসা একটি শর'য়ী কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুত্বের যে আলোচনা পূর্বে হয়েছে, তা বিশেষ ভালবাসা ও বন্ধুত্ব যাতে নবী পরিবার ব্যতীত অন্য কেউ অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার আত্মীয়তার কারণে (لقرابتي)। প্রথমত আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব, তা হচ্ছে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। আর তা সকল মুসলমানের অধিকার। কারণ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজন ও সকল মুসলমান এর অন্তর্ভুক্ত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়তার কারণে তাঁদের সাথে বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

"বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।" -(আল-কুরআন, ৪২:২৩)

আয়াতের যথাযথ অর্থের উপর ভিত্তি করেই পূর্বোক্ত হাদিসের এই অর্থ। কারণ, তাফসীরকারকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: তোমাদের মধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে বিধায় তোমরা আমাকে ভালবাস। কারণ, গোটা কুরাইশ গোত্রের সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক। মোটকথা, তাঁদের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন সবকিছুই তাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। আর এটা ইসলামের অনুসারীদের সাধারণ বন্ধুত্ব নয়।

দ্বিতীয়: তাঁদের প্রতি সালাত ও সালামের অধিকার

অনুরূপভাবে তাঁদের প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

---

[19] মুসলিম।

“আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু’মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।” -(আল-কুরআন, ৩৩:৫৬)

ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সা‘দ ইব্ন উবাদা’র মজলিসে অবস্থান করা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে হাজির হলেন; অতঃপর বশির ইব্ন সা‘দ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করব? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন, এমন কি আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা বলবে:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ"

(হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছেন সারা জাহানব্যাপী। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। আর সালাম তা সেভাবে পেশ করবে, যেভাবে তোমরা তা শিখেছ।)[20]

অনুরূপ হাদিস আবু হুমাঈদ আস্সা‘য়িদী (রা.) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে আরও অনেক দলীল রয়েছে।

ইবনু কায়্যিম (র.) বলেন: ইমামদের ঐক্যমতে এটা শুধু তাঁদেরই অধিকার, অপরাপর উম্মতগণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়[21]।

আর এই দো‘আটি দুরূদে ইবরাহীমের মধ্যেও আছে।

তৃতীয়ত: খুমুসের অধিকার

অনুরূপভাবে তাঁদের জন্য গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশের (خمس) অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

[20] মুসলিম, কিতাবুস সালাত, باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ খ.১.পৃ. ৩০৫, নং ৪০৫।

[21] জালাউল আফহাম গ্রন্থে আরও বিস্তারিত দেখুন।

“আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।” -(আল-কুরআন, ৮:৪১)

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে। আর এটা রাসূলের স্বজনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ। তাঁদের জন্য এ নির্দিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরেও বলবৎ রয়েছে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত এবং এটাই বিশুদ্ধ।[22]

প্রসঙ্গ-কথা: অধিকার অনেক। আমরা গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছি। যার ইসলাম গ্রহণ ও বংশ নিশ্চত হবে, তিনিই শুধু এই অধিকারসমূহের অধিকারী হবেন। সুতরাং তাঁদের জন্য এই বিষয়টি জরুরী এবং উত্তম আমলও জরুরী।

আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বংশের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সতর্ক করতেন। যেমন মক্কার এক প্রসিদ্ধ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا.

“হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নফসকে ক্রয় করে নাও (জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নাও)। আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বনি মান্নাফ! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আববাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সুফিয়া! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতেমা বিন্ত মুহাম্মদ! আমার সম্পদ থেকে তুমি যা খুশি আমার নিকট চাও; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।-(বুখারী)

আর আবু লাহাবের ব্যাপারে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তো সকলেই জানে। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই।

---

[22] দ্রষ্টব্য আল-মুগনী, ৯/২৮৮। আহলে বাইতের হক বর্ণনায় শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এর একটি ছোট গ্রন্থ রয়েছে, যা আবু তুরাব আয-যাহেরী তত্ত্বাবধান করে প্রকাশ করেছেন।

নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান

ফায়দা: আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্তির পর আমরা নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করছি। আর তা নিম্নরূপ:

نصب শব্দের আভিধানিক অর্থ:

কোন জিনিস প্রতিষ্ঠা করা ও উপরে তুলে ধরা। এর থেকে বলা হয়: " ناصبة الشر و الحرب" (মন্দ ও যুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা)।

"القاموس" অভিধানে:

"النواصب و الناصبة و أهل النصب: المتـدينون بـبغض عـلي رضي الله عنـه، لأنهـم نصـبوا له ، أي عادوه"

অর্থাৎ النواصب বা أهل النصب হচ্ছে: আলী (রা.)-কে ঘৃণা করার নীতি অবলম্বনকারী। কারণ, তারা তাঁর সাথে শত্রুতা করে।

এই হচ্ছে নামকরণের ভিত্তি। সুতরাং যে কেউ নবী পরিবারের সাথে শত্রুতা করে, সে নাওয়াসিব (النواصب)-এর অন্তর্ভুক্ত।

সম্মানিত পাঠক:

ইমাম আলী (রা.) তাঁর সন্তানদের প্রশংসায় ইসলামী চিন্তাবিদদের বক্তব্য পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। আমাদের আকিদা হচ্ছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী, হাসান ও হোসাইন (আ.) নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতের অধিবাসী। এটা পরিষ্কার কথা। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এখানে নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান এবং আহলে সুন্নাত যে নাওয়াসিব (نواصب)-এর চিন্তাধারা থেকে মুক্ত, সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মাস'আলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা। কারণ, এটা উম্মতের মধ্যে বহু দলে বিভক্তি ও মতানৈক্যের কারণ। এমন দল বা উপদল পাওয়া যায়, যারা এইসব ফেরকাবাজীর মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা হাসিল করে, তারা কারণে অকারণে আলোচনা করে কী কারণে এসব ফেরকা বা বিরোধের আগুন জ্বলে উঠে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকটি কথা বিরোধের আগুনকে আরও শানিত ও বেগবান করে। আর এসব কথা হচ্ছে নির্ভেজাল অপবাদ ও ডাহা মিথ্যা।

সুতরাং আপনি এমন আলোচক পাবেন, যে অপবাদ দেয় যে, আহলে সুন্নাত ইমাম আলী (আ.) ও তাঁর সন্তানদেরকে অপছন্দ করে এবং ইমাম আলী (রা.)-কে আহলে সুন্নাত ঘৃণা করে এমন মনগড়া কাহিনী ও বর্ণনা উপস্থাপনের দ্বারা তার অবস্থানকে সুন্দর করে। আর আহলে সুন্নাত তাঁর (আলী) মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি এমন কোন হাদিসের কিতাব পাবেন না, যাতে ইমাম আলী (রা.)-এর ফযীলত ও মর্যাদার আলোচনা নেই।

সম্মানিত পাঠক:

নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (র.)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করাই যথেষ্ট। আহলে সুন্নাতের এই আলেমকে শিয়া সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে। আর তিনি শিয়াদের জবাবে বড় এক সুন্নী বিশ্বকোষ রচনা করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যা (র.) বলেন: আলী (রা.)-কে গালি ও অভিশাপ দেওয়া বিদ্রোহ বা সীমা লংঘনের শামিল। যে গোষ্ঠী এই কাজটি করবে, তাদেরকে বলা হবে বিদ্রোহী দল বা গোষ্ঠী (الطائفة الباغية); যেমন ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইকরামা থেকে (পূর্ণ সনদে) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ইবনু আববাস (রা.) আমাকে ও তাঁর পুত্র আলীকে বললেন, তোমরা আবু সা'ঈদের নিকট যাও এবং তাঁর থেকে হাদিস শোন! আমরা গিয়ে দেখলাম তিনি প্রাচীর সংস্কার করছেন। তিনি তাঁর চাদর দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা শুরু করলেন; যখন মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ আসল, তখন তিনি বললেন: আমরা এক ইট এক ইট করে বহন করতাম, আর 'আম্মার দুই ইট দুই ইট করে বহন করত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর থেকে ধূলিবালি ঝেড়ে ফেলেন আর বলেন:

"ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"

"আফসোস আম্মারের জন্য, তাঁকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে; সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে, আর তারা তাঁকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আম্মার বলল: আমি সকল প্রকার ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

ইমাম মুসলিম (র.)ও আবু সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (আমার চেয়ে যিনি উত্তম) আমাকে সংবাদ দেন যে, আম্মার (রা.) যখন পরিখা খনন করা শুরু করেন, তখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা মুছতে মুছতে বললেন:

« بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ ».

"সুমাইয়ার ছেলের জন্য কষ্ট, তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।"

ইমাম মুসলিম (র.) আরও বর্ণনা করেন উম্মে সালমা (রা.) থেকে । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

« تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ».

"আম্মারকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।"

এসব দলীলও আলী (রা.)-এর নেতৃত্বের বিশুদ্ধতা ও তাঁর আনুগত্য করার অপরিহার্যতার উপর প্রমাণ করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্যের দিকে আহ্বানকারী, সে জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী; আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে যুদ্ধ করার দিকে আহ্বানকারী, সে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী। যদিও সে ভিন্ন ব্যাখ্যাদানকারী বা কল্যাণকামী হউক না কেন। এটাই তার প্রমাণ যে, আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। (আর এর উপর ভিত্তি করে দুই শ্রেণীর যোদ্ধা- কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা করে ভুলক্রমে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে; আবার কেউ বিনা ব্যাখ্যায় বিদ্রোহী হিসেবে যুদ্ধ করেছে।) আমাদের নিকট দুই কথার মধ্যে এটাই বিশুদ্ধ। আর তা হল, যে আলীর সাথে যুদ্ধ করেছে, সে ভুলে করেছে। আর এটাই ফকীহ ইমামদের মত, যারা এর উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিদ্রোহীদের যুদ্ধকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন।[23]

ইবনু তাইমিয়্যার নিম্নোক্ত কথাটি নিয়ে চিন্তা করুন:

ইয়াযিদ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মাস'আলা সম্পাদনা এবং এ বিষয়ে সর্বসাধারণের ইখতিলাফ বর্ণনার পর তিনি (র.) বলেন: "যে ব্যক্তি হোসাইনকে হত্যা করল; অথবা হত্যায় সহযোগিতা করল; অথবা হত্যায় সম্মতি জ্ঞাপন করল, তার উপর আল্লাহর লানত, সমস্ত ফিরিশ্তার লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত।"[24]

সুতরাং এর পরও কোন খতীব বা আলেমের পক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমালোচনা করা সম্ভব হতে পারে কি যে, সে বলবে, তারা (আহলে সুন্নাত) نواصب বা আলী (রা.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণকারী।

---

[23] মাজমু' ফতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৭

[24] প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪৮৭।

অনুচ্ছেদ

প্রিয় ভাই: এই পুস্তিকায় যা পাঠ করলেন, তা নিয়ে কখনও কখনও আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; আরও প্রশ্ন জাগতে পারে সাহাবা (রা.)-দের মধ্যে সংঘটিত সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধ নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে যা প্রমাণিত, তা নিয়ে। কারণ, প্রত্যেক দলেই তাদের কোন উপদল বা তাদের সবাই কিংবা তাদের অধিকাংশ আলী (রা.) ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে ছিল; যেখানে ছিলেন নবী পরিবারের লোকজনও। আর এ বিষয়টি নিয়ে একটি বিশেষ অভিসন্দর্ভ রচনার দাবি রাখে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই সমস্যাটির বাস্তব সমাধান তুলে ধরে একটি পুস্তক রচনায় আমাকে সাহায্য করেন।

তবে আমাকে ও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

"মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তেমারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে; যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই;...।" -(আল-কুরআন, ৪৯ : ৯-১০)

সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্বেও তাঁদের ঈমান প্রমাণিত। আর আয়াতটি সুস্পষ্ট, কোন টীকাটীপ্পনি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। অতএব তাঁরা সকলেই মু'মিন, যদিও তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:

"...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ..."

"...কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা বিধেয়...।" -(আল-কুরআন, ২:১৭৮)

এই বিধানটি ইচ্ছকৃত হত্যার বিষয়ে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে ঈমানী ভ্রতৃত্ববোধ অটুট রেখেছেন। সুতরা জঘন্য হত্যাকারীর অপরাধের যে কঠিন শাস্তির কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, তা তাদেরকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করবে না। তারা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের সাথে পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ বলেন:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..."

“ মু’মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই;...।’’ -(আল-কুরআন, ৪৯:১০)

বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের দাবি রাখে যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি আল্লাহ খুব কাছাকাছি সময়ে এর সমাধান করে দেবেন ইনশা’আল্লাহ।

উপসংহার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা দ্বারা কৃতার্থ করেছেন।

হে প্রিয়তম!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজন ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের (রা.) নিয়ে গবেষণায় জীবনযাপন করার পর আমরা তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, আত্মীয়তার বন্ধন, বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তরিকতার বন্ধন ইত্যাদি উপলব্দি করেছি, যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আমাদের উচিত জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনায় সচেষ্ট হওয়া, যাতে তিনি আমাদেরকে তাঁর পছন্দসই ও সন্তোষজনক কাজ করার তাওফিক দেন এবং আমাদেরকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে তিনি তাঁর কিতাবে মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করার পর আলোচনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

"যারা তাদের পরে এসেছে,তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু'।" - (আল-কুরআন, ৫৯:১০)

যেমনিভাবে যাইনুল আবেদীন (র.) বলেন: " ইরাক থেকে ইমামের নিকট এক দল লোক আসল, অতঃপর তারা আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর ব্যাপারে নানা কথা বলল; তারপর তাদের কথা শেষ হলে ইমাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তেমরা কি আমাকে সংবাদ দেবে? তোমরাই কি প্রথম সারির মুহাজির, (যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী)[25]? তারা বলল: না, অতঃপর তোমরা কি তারাই, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও)[26]? তারা বলল: না, তিনি

[25] সূরা আল-হাশর: ৮।

[26] সূরা আল-হাশর: ৯।

বললেন: জেনে রাখ, তোমরা যদি এই দুই দলের কেউ না হয়ে থাক, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরও কেউ নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: (তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।)[27] তেমরা আমার কাছ থেকে বের হও, আল্লাহই তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।" (কাশফুল গুম্মা, ২য় খন্ড, তেহরান, পৃ.৭৮)

যতই দলীল-প্রমাণসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হউক, মানুষ কিন্তু তাঁর অভিভাবক আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন উজ্জ্বল মু'জিযাসমূহ ও আলকুরআনুল কারীম দ্বারা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন; সাথে সাথে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র, বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার দক্ষতা, তার উপর ভিত্তি করে উত্তম প্রকাশক ও বার্তাবাহক, মক্কাবাসী কর্তৃক তাঁর শিশুকাল থেকে নবীরূপে প্রেরীত হওয়া পর্যন্ত আদ্যোপান্ত জানাসহ এতকিছু সত্ত্বেও বহু মক্কাবাসী মক্কাবিজয়পূর্ব পর্যন্ত কুফরের উপরই রয়ে গেল। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনায়, তাওফিক কামনায়, সত্যের উপর অটল থাকা ও যেখানে থাকা হউক সত্যকে অনুসরণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। কারণ, হেদায়াতের মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

প্রিয় ভাই আমার:

স্মরণ করুন! আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার জন্য তিনি আপনাকে তলব করবেন এবং সে জন্য আপনাকে আল্লাহর নিকট হিসাবের মুখোমুখী হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালামের উপর কোন মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হউন। আল্লাহই আপনার জন্য সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তাকে মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও নিরাময় বলে ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে অন্যদের জন্য তাকে বানিয়েছেন অন্ধত্ব। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

"বল, মু'মিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব।" -(আল-কুরআন, ৪১:৪৪)

সুতরাং এই কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করুন এবং তাকে আপনার দুই চোখের নিশানা বানান। আল্লাহ আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

[27] সূরা আল-হাশর: ১০।

হে কল্যাণময়!

সকল সৃষ্টির হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর। এতে মানুষের কোন অধিকার নেই। তবে সৎকর্মশীলদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে শাফা'য়াতের (সুপারিশের) অধিকার থাকবে। আমাদের কর্তব্য হল মাওলা সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর বাড়াবাড়ি করা ও তাঁর বান্দাদের উপর হুকুম জারি করা থেকে দূরে থাকা।
আমাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজন ও অপরাপর সাহাবী (রা.)-দের ভালবাসি; বরং তার দ্বারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী আমল হবে। সুতরাং ভেবে দেখুন।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য হল, আমাদের অভিভাবক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনায় সচেষ্ট থাকা, যাতে তিনি আমাদের অন্তর থেকে সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা থাকলে দূর করে দেন; আমদেরকে সত্যের সন্ধান দেন এবং আমাদের নফস ও শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকতে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। তিনি এগুলোর অভিভাবক এবং তার উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহই সকল বিষয়ে ভাল জানেন।

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

হাশিমী বংশ ও বাকি 'আশারা মুবাশ্শারা বিল জান্নাত'-এর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক

হাশিমী বংশ	অন্যান্য বংশ	তথ্যসূত্র
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	আয়েশা বিন্‌ত সিদ্দীক; হাফসা বিন্‌ত ওমর; রামলা বিন্‌ত আবি সুফিয়ান (রা.)	সকল তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত
উম্মে কুলসুম বিন্‌ত আলী (রা.)	ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)	অনেক তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।
ফাতেমা বিন্‌ত হোসাইন	আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা.)	ইবনু তকতকী, আল-আসল ফী আনসাব আল-তালেবীন, পৃ.৬৫; ইবনু উতবা, উমদাতু আল-তালিব ফী আনসাবে আলে আবি তালিব, পৃ.১১৮ এবং অন্যান্য
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু সুফিয়া বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিব (রা.)	আল-আওয়াম ইব্‌ন খুয়াইলদ; ইসলাম পূর্ব যুগে তার ছেলে যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের জন্ম হয়।	শিয়া ও সুন্নীর সকল তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত
উম্মে হাসান বিন্‌ত হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা.)	আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সাথে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন। আর যুবায়েরের শাহাদাতের পর তাঁর ভাই যায়েদ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।	শাইখ আববাস আল-কুম্মী, মুনতাহা আল-আ'মাল, পৃ.৩৪১; শাইখ মুহাম্মদ আল-আ'লামী আল-হায়েরী, তারাজীমুন নিসা, পৃ.৩৪৬ ও অন্যান্য।
রুকাইয়া বিন্‌ত হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা.)	আমর ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম তাঁকে বিয়ে করেন	শাইখ আববাস আল-কুম্মী, মুনতাহা আল-আ'মাল, পৃ.৩৪২; শাইখ মুহাম্মদ আল-আ'লামী আল-হায়েরী, তারাজীমুন নিসা, পৃ.৩৪৬ ও অন্যান্য।
হোসাইন আসগর ইব্‌ন যাইনুল 'আবেদীন	তিনি খালেদা বিন্‌ত ইব্‌ন মুস'আব ইবন যুবায়ের (রা.)-কে বিয়ে করেন	শাইখ মুহাম্মদ আল-আ'লামী আল-হায়েরী, তারাজীমুন্ নিসা, পৃ.৩৬১

তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন। সকিনা বিন্ত হোসাইনের সাথে মুস‘আব ইবন যুবায়ের (রা.)-এর বিয়ের কাহিনীই এই তালিকার ব্যাপকতা ও প্রসিদ্ধির জন্য যথেষ্ট। আর তাঁদের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বিষয় অনুসন্ধানে কেউ লেগে থাকলে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে, সে এত বেশি তথ্য উপাত্ত পাবে যা বহু খন্ডের কিতাবে পরিণত হবে।

সূচিপত্র